সুরের ধারা-এর রজতজয়ন্তী উৎসব

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বুধবার, ২৮ চৈত্র ১৪২৪, ১১ এপ্রিল ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,
উপস্থিত সুধী,

আসসালামু আলাইকুম।

সুরের ধারা-এর রজতজয়ন্তীতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও নির্যাতিত দু'লাখ মা-বোনকে।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

আমরা শত আন্দোলন-সংগ্রামের মাঝে বড় হলেও আমাদের পরিবারে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা সবসময়ই ছিল। ছোটবেলায় আমার আববা, জাতির পিতার ভরাট উদাত্ত গলায় আবৃত্তি শুনতাম: ''যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে..'' অথবা ''উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'' ।

জাতির পিতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'' এ গানকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আমার আব্বার আরেকটি প্রিয় গান ডিএল রায়ের, 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা.....'। তিনি সবসময় গুনগুন করে গান গাইতেন। আমার মা, বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন অসম্ভব সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রিয় মানুষ। আমরা ভাই-বোন সবাই ছোটবেলায় ছায়ানটে যেতাম। সেখানে আমি শিখতাম ভায়োলিন। আমার ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতার বাজাতেন। আমার আরেক ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ জামাল ছায়ানটে গিটার শিখতো। ছোট বোন শেখ রেহানাও নাচ ও গানের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল।

আমরা অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়ে দেশেপ্রেমের দীক্ষা পেয়েছি। মানুষের কল্যাণে কাজ করার শিক্ষা পরিবার থেকেই পেয়েছি।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের রয়েছে হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আমাদের পুঁথি, চারণ কবিতা, লোকগাঁথা, লোকসাহিত্য, বাউল গান বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীত বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের আনন্দ-বেদনা-সংগ্রামে সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সঙ্গীত জীবনকে মুখরিত করে, আন্দোলিত করে। দেশকে ভালবাসতে শেখায়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মরমী কবি লালন শাহ এবং হাসান রাজাসহ হাজারো কবি ও গীতিকার বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের কবি, গীতিকার ও সুরকারদের অসাধারণ সৃষ্টি বারবার আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে প্রথম আঘাতটা আসে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ওপর, যা ছিল মূলত বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত। ভাষার ওপর এই আঘাত

বাঙালি জীবন দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছে। জাতির পিতা ছিলেন ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে। আমরা জীবন দিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছি।

পরবর্তীকালে এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আসে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানি শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। জাতির পিতার দীর্ঘ ২৩ বছরের লড়াই-সংগ্রাম এবং তাঁর সুমহান নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পাই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল কর্মসূচিতে আমাদের কবি-সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীরা এগিয়ে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির সংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন সকল সাংস্কৃতিক উদ্যোগের। আমাদের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে এদেশের সংস্কৃতি কর্মীরা অনন্য অবদান রেখেছেন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশে রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু প্রতিবাদের মুখে তা করতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান, সেসময় যেমন মুক্তিকামী বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছিল; আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছেন, সে 'জয় বাংলা' উদ্ভাসিত হয়েছে আমাদের কবিতা-গানে, নাটক ও প্রাত্যহিক সংলাপে।

সম্মানিত সুধি,

বাঙালির আবহমান ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পথচলা। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক। সংস্কৃতির এই সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করেই আমরা দেশকে এগিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের সরকার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সরকার। আমাদের সময়ে দেশীয় সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলছে। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ঢাকাসহ সারাদেশের শিল্পকলা একাডেমিগুলোর সংস্কার করি। জাতীয় শিল্পকলা একাডেমিতে নতুন করে সঙ্গীতভবন, নাটকের জন্য এক্সপেরিমেন্টাল হলসহ মূল মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়। আমরা ছায়ানট ভবন নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ দিই।

শিল্পকলা একাডেমিকে ঘিরে সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি করার যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম, পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকার তা বন্ধ করে দেয়। এবার সে কাজ আমরা এগিয়ে নিয়েছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। জেলা পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমির অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং মাঠপর্যায়েও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাউল সংগীতের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন প্রজন্মের বাউলদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সুনামগঞ্জে হাছন রাজা একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে। জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছি। আমাদের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, মঙ্গল শোভাযাত্রা, নকশিকাঁথা এবং শীতল পাটি ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য- তালিকায় স্থান পেয়েছে। আমরা সুরের ধারার ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণে জমি বরাদ্দ দিয়েছি।

বর্তমানে দেশবাসী আমাদের সার্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবগুলো আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপন করছে। বাংলা ১৪১৭ সাল হতে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। আমরা বৈশাখী ভাতা চালু করেছি। সারা দেশব্যাপী পহেলা বৈশাখ উদযাপন সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হাজার বছর ধরে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে এ ভূখন্ডে বসবাস করছে। যারা আমাদের স্বাধীনতা চায়নি, তারাই ধর্ম আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। ধর্মের সাথে সংস্কৃতির কোন বিভেদ নেই। আমি বিশ্বাস করি, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমাদের ঐতিহ্য আমাদের গর্ব, এই চেতনা নিয়েই আমরা চলব।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। আমাদের লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা অর্জনে কাজ করতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি তথা সুর-সঙ্গীত দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ববাসীকে যেন অনুপ্রাণিত ও মোহিত করে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সঙ্গীত চর্চা পারে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আমাদের শাণিত করতে। আমি আশা করি, সুরের ধারার কর্মীরা তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করবে। নতুন প্রজন্মকে দেশ ও দেশের সংস্কৃতিকে ভালবাসতে শেখাবে।

আমি সুরের ধারার রজতজয়ন্তী'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। এ উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সবাইকে বাংলা নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...